পাঠ পরিকল্পনা-৪ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-১ : আকাঈদ ও নৈতিক জীবন

পাঠ-৪+৫ : তাওহিদ ও আল্লাহর পরিচয়

সময়	বিবরণ
৫ মিনিট	উপস্থিতি পর্যালোচনা ও পূর্বের পাঠের পূনরুল্লেখ, যেমন- 'আকাঈদ ও ইমানের সম্পর্ক' **পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা**- ১. তাওহীদ অর্থ কী? ২. তাওহীদ কাকে বলে?
১০ মিনিট	তাওহীদ تَوْحِيْدٌ শব্দটি আরবি ওয়াহিদ وَاحِدٌ বা আহাদ اَحِدٌ শব্দ হতে উৎপন্ন। আহাদ আরবী সংখ্যাবাচক শব্দ এক। সুতরাং তাওহীদ শব্দের অর্থ এক করা, এক হওয়া, একক হওয়া, দ্বিতীয় না থাকা, একক বলে স্বীকার করা ইত্যাদি। ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- Monothism, To be alone, uniqe, singular. তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, তার কোনো শরীক (অংশীদার) নেই; এ ধারণাই হলো তাওহীদ। ইসলামি **শরীআতের পরিভাষায়,** 'আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য একমাত্র সত্তা হিসেবে বিশ্বাস ও স্বীকার করাকেই তাওহীদ বলে। ইসলামের মূল বাণী কালেমার প্রধান দিক হলো তাওহীদ তথা এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস। এ বিশ্বাস হবে নিরঙ্কুশ। আল্লাহ শব্দটি কেবল তার জন্য নির্ধারিত। এ শব্দের কোনো অনুবাদ হয় না। এর কোনো স্ত্রী লিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ নেই। এ শব্দটি একক ও অবিভাজ্য। তাওহীদে বিশ্বাস তিন প্রকার- ১. আল্লাহকে রব তথা পালনকর্তা হিসেবে বিশ্বাস ২. ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা ৩. আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহে বিশ্বাস, এবং এসব নামে অন্যকাউকে না ডাকা।
১০ মিনিট	**নৈতিক জীবন গঠনে তাওহীদের গুরুত্ব ও প্রভাব** তাওহীদে বিশ্বাস মানব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং নৈতিক জীবন গঠনে তাওহিদ প্রভাব বিস্তার করে। তাওহিদের বিশ্বাসের ফলে একজন মানুষ বিশ্বাস করে আল্লাহ তার সৃষ্টিকর্তা, পালন কর্তা, রিযিকদাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বশক্তিমান। অন্যান্য ধর্মে সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ স্বীকার করলেও তার বিভিন্নভাবে তাদের অংশীদারে বিশ্বাস করে, যেমন- বিদ্যার দেবতা স্বরসতী। কিন্তু ইসলাম ধর্মে আল্লাহর এমন কোনো অংশীদান নেই; বরং তার বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন- তিনি খাবার দেন তাই তিনি রাজ্জাকুন। তিনি ক্ষমা করেন তাই তিনি গাফুরুন। তিনি সকল কিছু জানেন, তাই তিনি আলিম। তিনি সকল কিছুর খবর রাখেন, তাই তিনি খাবির। আল্লাহর যেসকল গুণবাচক নাম রয়েছে, সেগুলো কেবল তার জন্যই নির্ধারিত। সুতরাং তিনি ছাড়া রিযিকদাতা আর কেউ নেই, রক্ষাকর্তা আর কেউ নেই, মৃত্যুদাতা আর কেউ নেই। একইভাবে এক আল্লাহর উপর বিশ্বাসের ফলেই মানুষ এক আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে। একমাত্র তার জন্যই ইবাদাত করে। তার ইবাদাতে কাউকে শরীক করে না। তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে মানুষ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, ফলে সে ইবাদাত ও সৎকর্মে অনুপ্রাণিত হয়। অসৎ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে।
১০ মিনিট	**পরীক্ষার উপযোগী একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ধারণা দেয়া ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা যাচাই।** জনাব কামাল একজন ন্যায় বিচারক। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। অন্যকে ক্ষমা ও দান-খয়রাত করা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জুমার খুতবায় ইমাম সাহেব বলেন, আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহের অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য। কেননা আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।" ক. আসমাউল হুসনা অর্থ কী? খ. "আল্লাহু হাসিবুন" বুঝিয়ে লিখ? গ. কামাল সাহেবের ক্ষমা করাটা আল্লাহর কোন গুণবাচক নামের প্রতিফলন? আলোচনা কর। ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি কি সঠিক? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও।